আমাদের এবারের পিকনিকের “স্বপ্নপুরী”

পত্রিকা সম্পাদক শান্তনু চ্যাটার্জি
সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি সুকমল ঘোষ

খেয়া Online

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন
২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০০১৯

Issue: 2025Q103 | **Date**: 5-Jan-2025

email: jbi.alumni.1914@gmail.com
Website: www.jagadbandhualumni.com/KheyaLive
রেজি নং S/7337 under WB Act XXVI of 1961

বিষয় ভাবনা – পিকনিক

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৩

নিবন্ধ

চড়ুইভাতি চর্চা - ভাস্কর গুপ্ত ৪

লক ক্যর দিয়া যায়ে ...- ইন্দ্রনীল সরকার ৬

পিকনিকের সাপ আর নেউল - সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় ৭

Angshuman Gaekwad- an exceptional talent - Indranil Banerjee ৯

অণুগল্প

বিয়ের কার্ড - প্রদীপ্ত চৌধুরী ১১

কবিতা

জীবনানন্দ দাশকে মনে রেখে - সুকমল ঘোষ ১৩

স্বপ্ন - অনিন্দ্য গাঙ্গুলি ১৩

চেতনা - আশিস কুমার সেন ১৪

আমাদের খবরাখবর

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ১৫

বিজয়া ১৬

উপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক বক্তৃতা ২০২৪ ১৬

প্রচ্ছদঃ দেবদীপ দে

পরের খেয়া : প্রকাশকাল এপ্রিল ২০২৫

সম্পাদকীয়

শীতকাল এসে গেছে, নদীনালা খালবিলে সব জল শুকিয়ে গেছে, তাই খেয়া ভাসাতে একটু দেরি হল! পরিযায়ী পাখির ডানায় ভর করে শীতকাল আসে। বাঙালির বড় আদরের ঋতু। কমলালেবু আর কমলা রোদ পরিযায়ী মনকে নাড়া দেয়। আনন্দে হুল্লোড়ে মেতে ওঠার ঋতু। কেউ যায় দূর ভ্রমণে আর অনেকেই, হয়তো বা সকলেই যায় বনে--বনভোজনে। খেয়ার এবারের প্রচ্ছদ ভাবনা বনভোজন অর্থাৎ পিকনিক।

আগামী ১২ জানুয়ারি ২০২৫ আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের পিকনিকের বার্তাবহ এবারের খেয়া। খাবারের বিভিন্ন পদের গুণগত মানের তারতম্য, কিছুটা এলোমেলো আয়োজন, খোলামেলা আড্ডা, হাসি হুল্লোড় হইচই এই সব কিছু মিলে যে আনন্দানুষ্ঠান তারই নাম পিকনিক। ঋতু বদলায়, শীত আসে। পরিযায়ী পাখি আসে আর আসে পিকনিক। পিকনিক তাই চিরকালীন সত্য, সে যেমন ঐতিহাসিক তেমনই আধুনিক।

এই আনন্দের আবহেই নেমে এল বিষাদের ছায়া। চলে গেলেন রাজাদা, আমাদের প্রাক্তনী, একাধিক জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র পরিচালক রাজা মিত্র। তাঁর নির্মিত 'একটি জীবন' চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি মাইলফলক। এ ছাড়াও তঁর সৃষ্ট একাধিক প্রামাণ্য চিত্র তাঁর গবেষণাধর্মী শিল্পী মনের পরিচয় বহন করে। আমাদের স্কুলের শতবর্ষ উপলক্ষে তিনি একটি অসামান্য ডকুমেন্টারি ছবিটি তৈরি করেছিলেন, এ আমাদের বিরাট প্রাপ্তি। অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের তরফে আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

এ ভাবেই আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে যে অবদান রেখেছেন তাতে আমাদের অ্যাসোসিয়েশন এবং সর্বোপরি আমাদের স্কুল সমৃদ্ধ হয়েছে এবং এখনও হয়ে চলেছে। তার সাম্প্রতিকতম নিদর্শন হল আমাদের স্কুল প্রাঙ্গণ পেভার ব্লক দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া। কিছুটা অংশ আগেই করা হয়েছিল। এবার বাকি অংশের কাজ সম্পূর্ণ করে সমগ্র স্কুল প্রাঙ্গণ বাঁধানো হল। অবশ্যই এ এক উল্লেখযোগ্য কাজ। স্কুলের প্রতি প্রাক্তন ছাত্রদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। সদস্যদের অনুরোধ--খেয়া পড়ুন, পড়ে মতামত দিন এবং পরের খেয়ার জন্য লেখা পাঠান।

চড়ুইভাতি চর্চা

ভাস্কর গুপ্ত

সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ কয়েকটি মানবকের মনে হঠাৎই উদয় হল চড়ুইভাতির ইচ্ছে। বাংলায় যাকে বলি পিকনিক। তা নাকের নীচে গোঁফের রেখা যতই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিক না কেন, বাড়ির অভিভাবকদের মতে এরা নিতান্তই শিশু। অতএব ফতোয়া জারি, বড়দের নজরদারি ছাড়া এমন অভিযান বাতিল করতেই হবে।

বিরসবদন চারগন্ডা সদ্যযুবক শরণাপন্ন হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদেরই বিভাগে সদ্য নিযুক্ত দুই তরুণ অধ্যাপকের। দেখা গেল উৎসাহ তাঁদেরও কিছু কম না।

অতএব বিপুল উদ্যমে চলল শলাপরামর্শ, স্থান এবং কাল নির্বাচন। একই সঙ্গে চলল মেয়েদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের অভিভাবকদের বোঝানো। আচ্ছা, সদ্য যুবকরা সদ্যই পেয়েছে সহশিক্ষার স্বাদ, সে সময়ে মহিলাদের সাহচর্য ছাড়া সব কিছুই বিস্বাদ মনে হবে না?

তা সেখানে আবার নানান হ্যাপা, ভাস্বতী গেলে চন্দ্রিমা যাবে না, ভাস্বতী না গেলে ছন্দিতা যাবে না, অনুপম গেলে ভাস্বতী যাবে না (ইচ্ছে করেই নামগুলো পরিবর্তন করেছি) ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব বাতিল হল মহিলাদের সঙ্গে নেওয়ার পরিকল্পনা। কিন্তু সে যে এক ঐতিহাসিক ভুল হয়েছিল তা পরে উপলব্ধি করা গেল।

না, শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণাকে জিজ্ঞাসা করা যায় নি, তাই এক হৈমন্তিক সকালেই ট্রেনে চেপে রওনা দেওয়া গেল রূপনারায়ণ নদের ধারে অবস্থিত একটি বাংলো বাড়ির উদ্দেশ্যে। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর যুবকদল স্টেশনে নেমেই জোগাড়যন্ত্র শুরু করল পিকনিকের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র। ভাড়ায় নেওয়া হল স্টোভ, হাঁড়ি, কড়াই হাতা খুন্তি ইত্যাদি প্রভৃতি। কাগজের থালা বাটি ইয়াদি কলকাতা থেকেই সঙ্গী ছিল আমাদের। রাঁধুনী লাগবে না? না: নিজেরা না রাঁধলে আর পিকনিক হল টা কী? হৈ হৈ করে পৌঁছনো গেল নদীর ধারে সুন্দর বাংলোটিতে। পেটে তখন হাজার খানেক ছুঁচো ডন মারছে। ব্রেকফাস্টের কী হবে? প্রশ্নটা উঠতেই মাথায় হাত। ভাবা হয় নি তো এ বিষয়ে! সমাধানও সহজ, দৌড়ও স্টেশনের কাছের মিষ্টির দোকানে। কচুরি আলুরদম আর মিষ্টি সহযোগে হল তৃপ্তিদায়ক প্রাতরাশ। ভাগ্যিস!

এবার দুপুরের রান্নার জোগাড় করলে হয় না? না না এত তাড়ার কী আছে? রান্না তো হবে খিচুড়ি। সে আর কতক্ষণ লাগবে? আপাতাত হৈ চৈ খেলাধুলা চলুক। চলল। ব্যাডমিন্টন, টেনিসবলের ক্রিকেট এমনকি ককফাইটও। এসব করতে করতে বেলা গড়িয়ে একটা বাজে। তরুণ অধ্যাপকদ্বয় তখন তরল পদার্থ আত্মস্থ করে কিঞ্চিৎ তুরীয়মার্গে, বন্ধুদের দুজনও অল্পস্বল্প প্রসাদ পেয়েছে ইতিমধ্যে তাও বেশ বোঝা গেল। এখন তো রান্নার জোগাড় করতেই হয়।

গ্রামের ছেলে সুকুমার (নাম পরিবর্তিত) নিশ্চয়ই রন্ধনে পারদর্শী হবে, বাজারের সময়ে তারই পরামর্শে বাজার হয়েছে। কী রে সুকুমার কী সাহায্য লাগবে বল? অনেকগুলো সাহায্যের হাত এগিয়ে এল। সুকুমারের বক্তব্য চাল আর ডালে খিচুড়ি হয়, যতটা চাল তার অর্ধেক ডাল এই মাপে রান্না হবে। মাথা পিছু একশো গ্রাম চাল আর পঞ্চাশ গ্রাম ডাল এই হিসাবে হাঁড়িতে দাও। সে না হয় হল, কিন্তু প্রথম ঝামেলা তো স্টোভ ধরানো। সে যে কী করে ধরায় তা দেখা গেল কেউই জানে না। অনেক চেষ্টায় সে বাধা পার হওয়া গেল, হাজার হলেও ফিজিক্সের ছাত্র আর অধ্যাপক বলে কথা! খাদ্য হবে খিচুড়ি আর ডিমসেদ্ধ। আগে ডিমসেদ্ধ। ঘন্টাখানেকের চেষ্টায় বোধহয় হল ডিম সেদ্ধ। কিন্তু খিচুড়ি? সুকুমারের কথা মত চাল আর ডাল মিশিয়ে বসানো গেল। আর কিছু লাগবে নারে সুকুমার? না: এতেই হবে। একটা হিন্দি সিনেমায় দেখেছিলাম (নাম মনে নেই) এক রন্ধনপটিয়সী নায়িকা ডিম ভাজার জন্য নিজের মাথায় ডিম ফাটিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিশ্চিত ছিলেন, জলেই লুচি ভাজা হয়। আমিও সেই স্তরের রাঁধুনী হলেও এটুকু জানি যে খিচুড়ি হলুদ রঙের হয়। তাহলে? কিন্তু সবজান্তা সুকুমারের কাছে আমার যুক্তি ফেল। চাপল "খিচুড়ি"। নামলও একসময়।

এরপর কী হল? না: কুরুক্ষেত্র বাধে নি। সাধের খিচুড়ি আর ডিমসেদ্ধ ফেলে রেখে আর একবার দৌড়তে হল স্টেশনের মিষ্টির দোকানের দিকে। তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে ঢলেছে দিন।

লক ক্যর দিয়া যায়ে ...

ইন্দ্রনীল সরকার

দশজন বাঙালি দু চার দিন ধরে এক জায়গায় জড়ো হলেই অবশ্যম্ভাবী ভাবে যে আলোচনাটা শুরু হবেই হবে তা হল "একদিন সবাই মিলে একটা পিকনিক করলে হয় না?" অভিধান ঘাঁটলে দেখা যাবে পিকনিক বা চড়ুইভাতি বা বনভোজন কথার অর্থ হল আনন্দ-উৎসব সহযোগে বনে বা বাড়ির বাইরে কোনো মনোরম জায়গায় একসাথে খাওয়াদাওয়া করা। তা পিকনিকের এই দুটি শর্ত অর্থাৎ খাওয়াদাওয়া এবং ভ্রমণ এই দুটি ব্যাপারেই বাঙালির পটুত্ব চিরকালই প্রশ্নাতীত ।

স্বাভাবিক নিয়মেই পিকনিকের রূপও এখন সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে অনেকটাই ।

ছোটবেলায় বাবা কাকার হাত ধরে সেই বড় বড় পুরনো বাগানবাড়ি অথবা আম-জাম বাগানের বদলে এখন পিকনিক স্পটের স্থান নিয়েছে বড় বড় রিসর্ট । নিজেরা মিলে হৈ হৈ করে রান্নার যোগাড় করা এখন প্রায় উঠে গেছে বললেই হয় । তার বদলে আর পাঁচটা নেমন্তন্ন বাড়ির মতো পিকনিকেও ঢুকে গেছে কর্পোরেট কালচার । সাজানো গোছানো এসি ঘরে একদম ঘড়ির কাঁটা ধরে সময় মতো ক্যাটারার দিয়ে খাবার পরিবেশন ।

কিন্তু সেই যে একটা বলে দুপুর তিনটের সময় খাবার পরিবেশন বা সবাই মিলে শতরঞ্চি পেতে মাঠের মধ্যেই পাত পেড়ে বসে আড্ডা দিতে দিতে খাওয়ার সেই পিকনিকের মজাটা হারিয়ে গেছে এখনকার সময়ে ।

তবে এত কিছুর পরেও পিকনিক কথাটা শুনলেই মনটা যেন এখনো কেমন নেচে ওঠে আর সেটা যদি হয় হাফ প্যান্ট পরা সময়ের স্কুলের বন্ধুদের সাথে তাহলে তো কোনো কথাই নেই ।

তাই আর কোনো কিছু না ভেবে ১২ই জানুয়ারি ২০২৫, রবিবার, এই দিনটা লক করে দিন এখনই। রবিবারের শীতের সকালে চলে আসুন বন্ধুবান্ধব, পরিবার সব্বাইকে নিয়ে অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের পিকনিকে আর কবজি ডুবিয়ে কচি পাঁঠার ঝোলের সাথে হারিয়ে যান ছেলেবেলার বন্ধুদের সাথে ফেলে আসা রঙিন দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থনে । তাহলে, দেখা হচ্ছে সবার সাথে । দিনটা মনে আছে তো? ১২ই জানুয়ারি, ২০২৫ ।
লক ক্যর দিয়া যায়ে।

পিকনিকের সাপ আর নেউল

সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়

'পিকনিক' কিন্তু সবার জীবনে আনন্দের ঝর্নাধারা বা বাধাহীন জলপ্রপাত নয়।

পিকনিকে দু'রকম সম্প্রদায় থাকে।

এক সম্প্রদায় – পিকনিকের উদ্যোক্তা। যারা গোটা পিকনিক পর্ব পান্তুয়ার মতো মুখ করে ঘোরেন, পান থেকে চুন খসলে যাদের ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া হয়।
আর দ্বিতীয় সম্প্রদায়, লুটেরা প্রকৃতির, 'বিশ্বমাঝে মহান যাহা সঙ্গী পরানের...' তা লুঠ করে আনাই তাদের উদ্দেশ্য। হুল্লোড়, ফুর্তিতে সামান্যতম বিঘ্ন ঘটলেই এরা প্রথম সম্প্রদায়ের নাক কাটতে উদ্যত হয়।
উদ্যোক্তা সম্প্রদায় একটু অন্ধ, একটু বধির, একটু অবোধ গোছের হন। রাঁধুনী মাছের তেলে চিকেন ভেজে দিলেও খেয়ে বলেন, 'বাহ্ বাহ্, এমন রসনা-উদ্দীপক চমৎকার স্টার্টার বুঝিয়ে দিচ্ছে বাকি ভোজন কী পরিমাণ আনন্দদায়ক হবে'।
একটু কল্পনাবিলাসীও হন, পিকনিক স্পটে সামান্য জলরাশি আর বাঁধা জেলেনৌকো দেখেই প্রচার করেন, পিকনিকে আসুন, দুরন্ত নৌকাভ্রমণের সুযোগ থাকছে আপনাদের জন্য।

দ্বিতীয় সম্প্রদায় ওই জলরাশিতে ভেসে-বেড়ানো কাকের মরদেহ দেখতে পান। কেটারারের লোকজন সেই জলেই বাসন ধুচ্ছে দেখে আঁতকে ওঠেন। আক্রান্ত উদ্যোক্তা সাফাই গাইতে থাকেন, 'গঙ্গাবক্ষে তো কত মরদেহই ভাসে, তা বলে কি গঙ্গাজল ঘরে তোলেন না'।

এই দুই সম্প্রদায়ে অহিনকুল সম্পর্ক। একবার আমি লুটেরা সম্প্রদায়ের লোক হয়ে সওয়ার হয়েছিলাম বাসে, টাকা দিয়েই খালাস, এবার যতটা উল্লাস আদায় করে নেওয়া যায়। ডেস্টিনেশন - সুন্দরবনের কৈখালি। বাস ছাড়তে বেলা হতেই আমরা চড়াও হলাম প্রথম সম্প্রদায়ের ওপর। পথে যতগুলো বাজার আর ঘন জনপদে বাস আটকালো, আমরা প্রথম সম্প্রদায়কে বিঁধে ফেললাম শূলে। অত:পর অত দীর্ঘ যাত্রায় আর ঝাঁকুনি-বিলাসে বাসেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা উড়ে গিয়ে আমরা নেতিয়ে নির্জীব হয়ে পড়লাম। পথে বারবার থেমে সরস্বতী পুজোর চাঁদা বিলোতে বিলোতে বেলা পৌনে বারোটায় স্পটে গিয়ে পৌঁছলাম যখন, তখন আমাদের শূল আমাদের পিছনে গেঁথেছে। ধৈর্যশীল উদ্যোক্তারা ঘোষণা করলেন, 'বন্ধুগণ আর লুচি আলুর দম খাওয়ার কোনো মানে হয় না এই অবেলায়, পেটে গ্যাস হবে, আমরা দ্বিপ্রাহরিক আহারের বন্দোবস্ত করছি'। আমরা চিঁ চিঁ করে তা-ই মেনে নিলাম। সবে ভাত ফুটেছে, কারা এসে দু:সংবাদ দিল,

কোনো রাজনৈতিক কারণে পথ অবরোধ শুরু হবে, আর অবরোধ শুরু হলে এই মাঠের মধ্যেই রাত্রিবাস। ভাত তখনও পুরো ফোটেনি, মাংস আধসিদ্ধ। তা-ই দুটো তুলে সকলের পাতে দেওয়া হল। দীর্ঘ দুর্ভিক্ষের পর আমরা আধসিদ্ধ মাংসেই বর্তে খেলাম, জাবরের মতো চিবুতে চিবুতে বাসে উঠতে হল ফের। কাঙালিভোজন সম্পন্ন হলে বাস ছেড়ে দিল কলকাতার উদ্দেশে। প্রথম সম্প্রদায়কে অভিসম্পাত করতে করতে আমরা ফিরে এলাম।

দ্বিতীয় সম্প্রদায় বাধাবন্ধহীন আনন্দের জোয়ারে ভেসে যেতে চায় ওইদিন। তারা পিকনিক স্পটে অ্যাডভেঞ্চার খোঁজে। সবেদা গাছ থেকে সবেদা পাড়বেন। পেয়ারা গাছের ডালে দোল দেবেন। সজনে গাছ জড়িয়ে সেলফি তুলতে গিয়ে সারা গায়ে শুঁয়োপোকা নিয়ে উঠবেন। তারপর গোটা পিকনিক গা চুলকে সারা আর উদ্যোক্তাদের পেলেই বরাদ্দ গালাগাল বিতরণ। যেন সজনে গাছে ইচ্ছে করেই শুঁয়োপোকা ছেড়ে রেখেছিল উদ্যোক্তারা আনন্দের বাড়া-ভাতে ছাই দেবে বলে।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের অনেকেই মধ্যাহ্নভোজের আগেই পান-প্রভাবে ধরাশায়ী হন, তারা আর পিকনিকের শেষ দেখে আসতে পারেন না। গাড়ির ডিকিতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ফিরে আসেন। বৎসল বন্ধুরা তার মুখে একটু একটু করে ও.আর.এস দ্রবণ ঢালতে থাকে আর বিলাপ করতে থাকে, ‘বেচারি লুচি ছোলার ডাল আর কটা পাকোড়া মুখে তুলতে পেরেছিল, তাও স্পটেই ঢেলে এসেছে’।

দ্বিতীয় সম্প্রদায় নৌকোয় চড়ার সুযোগ থাকলে নৌকোয় চড়বে, আশেপাশে পাখিরালয়ের সন্ধান পেলে দেখতে দৌড়োবেন, নদীর ধারেকাছে বাগানবাড়ি হলে নদীর রূপ অবলোকন করতে যাবেন। আশেপাশে মাঠ পেলে ফুটবল-ক্রিকেট খেলবেন। সব কিছু থেকে আনন্দের চয়ন না করলে কীসের পিকনিক!

আর উদ্যোক্তারা তাদের খুঁজে বেড়াবেন পংক্তিভোজনে বসানোর জন্য।

এত যাতনা, এত গালমন্দ সত্ত্বেও উদ্যোক্তারা দমবেন না। তারা একরোখা প্রকৃতির। বছর বছর পিকনিক আয়োজন করবেন। লোক হচ্ছে না বলে হাহুতাশ করবেন। কেটারারের সঙ্গে বচসা করবেন। পিকনিক স্পটে জল না পেলে বাগানবাড়ির মালিকের সঙ্গে কলহে জড়াবেন। আর শেষ পর্যন্ত পদে পদে দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের অভিশাপগ্রস্ত হয়ে সম্বৎসর অহল্যা হয়ে দিন কাটাবেন। জেগে উঠবেন আবার পরের শীতে।

ভুলিয়ে ভালিয়ে বাগিয়ে ফেলবেন দ্বিতীয় সম্প্রদায়কে। জমে যাবে পিকনিক। জমে যাবে চড়ুইভাতি। অতএব চরৈবেতি! চরৈবেতি!

Angshuman Gaekwad- an exceptional talent

Indranil Banerjee

Angshuman Dattaji Rao Gaekwad (1952- 2024) was born in Baroda, now Vadodara in a royal cricketing family. He was a cool customer with the bat, intelligent, full of grit & gutsy opening batter of repute. His father Datta Gaekwad was also a Test cricketer and former Indian captain. He played alongside Gavaskar, Vengsarkar, Karsan Ghavri, Balwinder Singh Sandhu, Ravi Shastri, Suru Nayak, Sudhir Nayak, Sandip Patil, Ghulam Parkar in a very strong & formidable West Zone side. He captained Baroda & West Zone also. West Zone won few times Irani Trophy under his leadership. Some opine that he was an average cricketer, but it was not to be. He was an opening batter of exceptional talent and many termed him as ' legendary'. He opened the Indian innings 29 times with the great Sunil Gavaskar in Test cricket. He was known to the cricketing world as the " Great wall" for his supreme technique against pace bowling. Sunil Gavaskar called him as ' Charlie ' and many a time he used to be Gavaskar's roommate in the team hotel. In the 1975- 76 West Indies tour (test series) his eardrum got fractured to the bowling of Michael Holding as he was admitted in hospital but came back strongly to register a defiant 81 against the fiery pace of contemporary Windies pace battery. He was an occasional off break bowler as well. Sunil Gavaskar has mentioned that he played with three gutsy cricketers in his entire career viz. Mohinder Amarnath (Jimmy), Eknath Solkar (Ekki) & Angshuman Gaekwad (Charlie). Saurav Ganguly's test debut came in the presence of a triangle then in BCCI administration- Angshuman as coach, Vishwanath as chairman of selectors & Sambaran Banerjee as selector from East Zone. The troika played an integral part in the selection of Ganguly for the first time in Test match cricket on an England tour in 1996. His two sons Anirudh and Sataranjay Gaekwad played first class cricket with Sataranjay played Ranji Trophy as well. Angshuman was India's head coach when Anil Kumble clinched all 10 wickets in an innings in the Feroz Shah Kotla Test against Pakistan. India won the Independence Cup in Dhaka under his able coaching. His tenure of playing for India was from 1974- 1984. In the year 2000, India was runner up in ICC Champions Trophy under his coaching. He was India's coach in two

tenures. His highest test score of 201 came against Pakistan in the Jalandhar Test. He was at the batting crease for 671 minutes and in fact the slowest double century in Test cricket in contemporary times. His biography 'Guts Amidst Bloodbath' was written by Aditya Bhushan. Many unknown facts of his illustrious cricketing career were depicted in this book. He was bestowed with the lifetime Achievement Award jointly with Coln. C. K. Nayudu in 2018, the highest award in Indian cricket. Angshuman Gaekwad statistics: Test-40, Debut-1974 against West Indies at Eden Gardens, last test-1984 against England at Eden Gardens, Batting average-30.07, Runs-1985, centuries-2, fifties-10, Highest-201 vs. Pakistan at Jalandhar, Test wicket-2, catches-15. ODI-15 matches, 269 runs, Avg-20.69, highest-78* wickets-1, catches-6.

বিয়ের কার্ড (অণুগল্প)

প্রদীপ্ত চৌধুরী

পার্থ এখন বালিগঞ্জ স্টেশনে দাঁড়িয়ে। একা এবং প্রবল স্মৃতিতাড়িত। তার হাতে প্লাস্টিকের একটা প্যাকেটে বিয়ের নেমন্তন্নের কয়েকটা কার্ড।

বজবজ লাইনে প্রায় নির্জন একটা ট্রেন ধরে সে এখন যাবে আকড়ায়। সেখানে তার শ্বশুরবাড়ি। মানে, এলার বাপের বাড়ি। এলা মারা গেছে প্রায় বছর পাঁচেক হল। বছর চারেকের নির্ঝঞ্ঝাট দাম্পত্য কোনও সন্তান দেয়নি তাদের। এলার তা নিয়ে মৃদু আক্ষেপ থাকলেও সত্যটা মেনে নিয়েছিল।

পার্থর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কটা এখন নিতান্তই ক্ষীণ। যোগাযোগ যেটুকু আছে, তা ফোনে। সেই ফোনটাও করে এলার বোন বেলা, মাঝেমধ্যে, কালেভদ্রে। ফোন করে পার্থকে তার বাবা, মা, ভাই পিন্টুর খবরাখবর দেয়। নিজের কথাও বলে। বেলা এখনও তার পার্থদা-কে আগের মতোই ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। পার্থও তাই শ্রীময়ীর ব্যাপারটা ওকে জানিয়েছে। কিন্তু বেলা যে তাতে মোটেই খুশি হয়নি, ফোনেই পার্থ সেটা টের পেয়েছে। বিয়ের তারিখটা অবশ্য বেলাকে সে এখনও জানায়নি। আজ জানাবে। না জানিয়ে উপায় নেই। ফর্মালিটি কখনও কখনও যে ভদ্রতার মুখোশ পরা শয়তানের মতো আচরণ করে, পার্থ সেটা ভালো করেই জানে। আজ যেন সেটা সে আরও বেশি করে অনুভব করছে।

ট্রেনের ফাঁকা একটা কামরায় উঠে পার্থ জানলার পাশে গিয়ে বসল। বহুদিন পরে আবার সেই ফেলে আসা পথ। জানলার বাইরে চোখ রাখার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ভেতরে তোলপাড় হতে থাকল সে। এলা আর তার সম্পর্কের অজস্র অনুষঙ্গের স্মৃতিচিহ্ন এ-পথের দু'ধারে ছড়ানো। কোথাও এতটুকু কিছু বদলায়নি। সেই পরিচিত সব স্টেশন, গাছগাছালি, আয়নার মতো পুকুর, কারখানার চিমনি, রেলব্রিজ, ফেলে আসা অনাদি অতীতের পথে নিয়ে চলল তাকে। চার বছরের দাম্পত্য, তার খুঁটিনাটি স্মৃতি—বহুদিন বাদে পার্থকে আবার অস্থির করে তুলল। সে টের পেল, এলা এখনও ভীষণভাবে বেঁচে আছে তার অবচেতনে। সেখানে এখনও তার মৃত্যু হয়নি।

শ্বশুরবাড়িতে পা রেখে আরও একটু দুর্বল হয়ে পড়ল পার্থ। আদরে, আপ্যায়নে এখনও সেই আগের মতোই উষ্ণতা। বেলা আর পিন্টু সেই আগের মতোই তাকে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল ন্যাড়া ছাদে। পুরনো, বিবর্ণ হয়ে আসা কিছু মজার ঘটনা নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করল। এলার প্রসঙ্গও এল পিছু পিছু, ছায়ার মতো। সেই সব মুহূর্তে স্বাভাবিকভাবেই একটু ভারী হয়ে উঠল আবহাওয়া।

তারপর মৃদু অনিচ্ছা সত্ত্বে পার্থ ওদের কথামতো বাড়ির পেছনের সেই বড় পুকুরটায় নেমে চান করল। ভাত খেল। অনেকক্ষণ সময় কাটাল। বেলা ছাড়া বাকি তিনজনই আভাসে-ইঙ্গিতে তার নতুন সম্পর্কের অগ্রগতির কথা জানতে চাইল। পার্থ চুপ করে থেকে এড়িয়ে গেল। বহু কষ্টেও তার হাতটা কিছুতেই প্লাস্টিকের প্যাকেটের ভেতর বিয়ের কার্ড পর্যন্ত পৌঁছল না।

বিকেলের নির্জন ট্রেন ধরে পার্থ আবার ফিরে এল কলকাতায়। আসার পথে ট্রেনের জানলা থেকে শ্বশুরমশাইয়ের নাম লেখা কার্ডটা সে টুকরো টুকরো করে ভাসিয়ে দিল হাওয়ায়। এলার সঙ্গে কোনও দিন আর একটিবারের জন্যও যে তার দেখা হবে না—সেই পুরনো দুঃখটাই যেন নতুন করে ডুকরে উঠল আজ আবার। অনেকদিন পর।

কবিতা

জীবনানন্দ দাশকে মনে রেখে

সুকমল ঘোষ

ফুলিয়ে তোলা লাস্য যেন
বন্যার বেনোজল
তাই তার হাতে ধরা দিলে
ভেসে গিয়ে মিলে যাবে
সর্বনাশের সমুদ্রে।

কর্পোরেট ভাবনাগুলি গ্রাস করেছে
সবুজ সুন্দর পৃথিবী,
তাদের লাস্যের লালায়
কবি কিন্তু ভেসে যাননি এখনও
তাই তার পরনে সবুজ সমুদ্র।

এই সমুদ্রে একবার ডুব যদি দাও
তবে তোমার মাথায় উঠবে কোহিনুর মনির
মুকুট আর চারপাশ ভরে উঠবে
অপরিমেয়, নিরাভরণ, আনন্দের
সোনালি ফসলে।

স্বপ্ন

অনিন্দ্য গাঙ্গুলি

স্বপ্ন দেখি সখের প্রাপ্তির,
স্বপ্ন দেখেছি শিখর জয়ের,
স্বপ্ন মাঝে হেরে যাওয়া যুদ্ধে,
সাফল্যের আঁচে হই অকুতোভয়।

ছোঁয়ার গণ্ডি শেষ যেখানে,
আশার শুরু সেই প্রতিপদে,
নেভা আলো জ্বালিয়ে তোলে,
ইচ্ছে নেয় আশ্রয়, স্বপ্নের হৃদে।

আকাঙ্খাময় এ সমাজ,
চাওয়া পাওয়ায় খেলা এ মহামায়ার গালিচায়,
সেতুবন্ধনে পেয়ে যাওয়ার হাতছানি,
বাঁচিয়ে রেখেছে ভালোলাগা ভালোবাসার অস্থায়ী সীমানায়।

চেতনা

আশিস কুমার সেন

বসুন্ধরা! কেমন আছ? শুধাই আমি বারে বারে,
এত বিপর্যয়ের মাঝে তুমি থাকবে এখন কেমন করে?
কোন আদিযুগে জন্মেছিলে এক মহাজাগতিক বিস্ফোরণে।
অগ্নিগর্ভ প্রলয়-হুঙ্কারে জ্বলছিলে তুমি তীব্র দহনে।
তারপর একটু একটু করে শীতল হ'লে নবজাগরণে!
স্নেহ সুশীতল মাতৃক্রোড়ে রেখেছিলে প্রাণ আলিঙ্গনে।
তারি মাঝে টিকে গেলে চার চারটে যুগ ধরে।
প্রশ্ন শুধাই, উত্তর চাই, পাঠিও তুমি খেয়াল করে,
কী বললে? ভালো নেই? জানতে পারি কী কারণে?
সভ্যের বর্বরতা আর ইমারতের নগরায়নে ?
লুপ্তপ্রায় সুস্থ জীবন আর অধর্মের দংশনে?
মাথা নত করে থাকা অন্যায়ের বিশ্বায়নে?
সময় দাও একটু মোদের, চেতন আলোয় জাগব এবার।
ক্ষমা কোরো, পাখি হয়ে স্বপ্ননীড়ে ফিরব আবার।
আশা রাখি শেষের সেদিন থাকবে এখন অনেক দূরে।
বসুন্ধরা! 'যেতে নাহি দিব' মোরা অন্তহীন কালো বিবরে!

আমাদের খবরাখবর

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির - ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, রবিবার সকালে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের ঘরে আয়োজন করা হয়েছিল এক স্বাস্থ্য শিবিরের - চক্ষু পরীক্ষা, ই.এন.টি., কানের ক্ষমতা পরীক্ষা, ব্লাড গ্রুপিং, ব্লাড সুগার এবং সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা। এই শিবিরে প্রাক্তনীদের উপস্থিতির হার ছিল চোখে পড়ার মতো। অন্তত ৫২ জন প্রাক্তনীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা সেদিন সম্পন্ন হয়। তার মধ্যে চক্ষু পরীক্ষার পর অনেকেরই চশমার প্রয়োজন হয়। মাত্র ১০০ টাকার বিনিময়ে জনা কুড়ি প্রাক্তনীকে চশমা দেওয়া হয়।

এই শিবিরের আয়োজক ছিল বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন এবং লায়ন্স ক্লাব অফ কলকাতা কসবা।

বিজয়া - ১৬ নভেম্বর ২০২৪

গত ১৬ নভেম্বর সন্ধেবেলা আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের ঘরে বিজয়ার মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হল। পারস্পরিক বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর প্রাক্তনীদের গল্প গানে আড্ডায় সেই সন্ধ্যা আনন্দময় হয়ে ওঠে। প্রাক্তনী ভাস্কর গুপ্ত উদযাপনের শুরুতেই সকলকে কেক খাইয়ে মিষ্টিমুখ করিয়ে দেন। অনুষ্ঠানে সুদূর আমেরিকা থেকে ৭৬ ব্যাচের দেবাশিস গাঙ্গুলি উপস্থিত হন কলকাতায় সেই সময়ে থাকার সুবাদে। আমাদের ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কের কাজে তিনি আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

মিষ্টি ও নোনতা ভোজনের মধ্যে দিয়ে এ বছরের বিজয়া-উৎসব সম্পন্ন হয়।

উপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক বক্তৃতা ২০২৪ - ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪

'ছোটদের সিনেমা ছোটদের মনোজগৎ' -- এই নিয়েই গত ১৪ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করেছিল বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন । স্কুলের অডিটোরিয়ামে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। আনন্দবাজার পত্রিকার চিফ সাব- এডিটর শিশির রায় ছিলেন মূল বক্তা। তিনি তাঁর বক্তৃতায় ভারতীয় চলচ্চিত্রে শিশু কিশোরদের জন্য সিনেমা তৈরির দৈন্যের কথা উল্লেখ করেন। সদ্য স্বাধীনোত্তরকালে ভারতীয় চলচ্চিত্রে শিশুদের ব্যবহার করা হত কিছু আদর্শমূলক প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে। শিশুদের চোখ দিয়েই শিশুর জগত দেখানোর ক্ষেত্রে পরিচালকদের মানসিক বাধা ছিল। যে বাধা কাটিয়ে আমরা ঋত্বিক ঘটককে 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' ছবি করতে দেখি বা সত্যজিৎ বাবুকে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' বা 'সোনার কেল্লা'র মতন ছবি উপহার দিতে দেখি। তবু বাস্তব প্রেক্ষিতকে ভারতীয় চলচ্চিত্রে তেমন করে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। শিশুদের বা কিশোরদের ছবি শুধুমাত্র তাদের মতো করে গণ্ডিবদ্ধ রাখার একটা চেষ্টা লক্ষিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আমাদের '৬৯ ব্যাচের প্রাক্তনী, প্রখ্যাত মনোবিদ ডক্টর অমিত চক্রবর্তী।

স্কুলের উন্নয়ন

জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের সামনের চত্বর এবং মাঠের ধার বাঁধিয়ে দেবার পর সামনের গেট থেকে মাঠ পর্যন্ত বিশাল অংশ পেভার ব্লক দিয়ে বাঁধিয়ে ফেলল অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন। এর বিপুল খরচ তারা কাঁধে তুলে নিল। সেই সঙ্গে সোয়ারেজ ব্যবস্থাও ঢেলে সাজানো হল।

স্কুলের উন্নয়ন এবং সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের কর্মসূচির অন্যতম প্রধান দিক। প্রথম থেকে শুরু করে আজ অবধি স্কুলের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের গর্বের বিষয়।

অনেক সময়েই আমরা সমালোচিত হই। সমালোচনা আমাদের মেরুদণ্ড ঋজু করে। আমরা আবার নতুন কাজের শক্তি সঞ্চয় করি।

এ সব কাজে আমাদের প্রাক্তনীরা সব সময়ে আমাদের পাশে থেকেছেন, যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করে থাকেন তারা।" আগামী ৫ জানুয়ারি ২০২৫ সন্ধে ৬টায় স্কুলের পিছনের সদ্যনির্মিত বাঁধানো অংশের উদ্বোধনের আয়োজন করছে অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন।